Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-I, published on January 2023, Page No. 203 –211
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848

সিকান্দার আবু জাফর : স্বাধীনতা-পূর্ববর্তী কবিতায় সমাজচেতনা

ড. শামস্ আলদীন
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
সাউথইস্ট বিশ্ববিদ্যালয়, বনানী, ঢাকা
ইমেইল : sumanaldin@gmail.com

Keyword

Abstract
সিকান্দার আবু জাফরের কবিতায় যুগ সচেতনতা ও সাধারণ নিপীড়িত প্রলেতারিয়েত মানুষের সাথে একাত্মবোধ, তাঁদের প্রতি মমত্ববোধ সিকান্দার আবু জাফরের কবিতার প্রাণ সজীবতার কেন্দ্র বিন্দু। জীবনের বাস্তবতা ও ব্যঙ্গতা ও কৌণিক ঈর্ষা, অস্থিরতা, রাজনৈতিক ও সামাজিক হীনম্মন্যতা কবি সিকান্দার আবু জাফরকে সব সময়ের জন্য মনোপীড়নের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়েছে। সিকান্দার আবু জাফর জীবন এবং বাস্তব ভিত্তি ভূমির ওপর নির্ভর করে সবসময় পথ চলতে চাননি। তিনি মানুষের কাছাকাছি যেতে চেয়েছেন; তিনি বুঝতে চেয়েছেন প্রকৃতির প্রকৃত সত্যকে। তিনি উপলব্ধি করেছেন মানুষই আসল সত্য। স্বাধীনতা-পূর্ববর্তী কবিতায় সিকান্দার আবু জাফর সেই সব সত্যের প্রতিফলিত রূপকে বাস্তবের ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। যা প্রবন্ধে আলোচিত হবে।

Discussion
সিকান্দার আবু জাফরের (১৯১৯ - ১৯৭৫) পূর্ব পুরুষ পেশাধারের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর দাদাই সর্বপ্রথম পেশোয়ারর থেকে খুলনা এসে বসবাস করতে থাকেন এবং তিনি সেখানকার জমিদারের মসজিদে ইমাম নিযুক্ত হন। তার তিন পুত্র সৈয়দ মঈনুদ্দীন হাশেমী, সৈয়দ জালাল উদ্দীন হাশেমী এবং সৈয়দ শরফুদ্দীন হাশেমী। এঁদের মধ্যে সৈয়দ জালালউদ্দীন হাশেমী এবং সৈয়দ শরফুদ্দীন হাশেমী প্রকৃতপক্ষে খুলনার অস্থায়ী বাসিন্দা ছিলেন এবং তাঁদের বসবাস ছিল মূলত কলকাতায়। একমাত্র মঈনুদ্দীন হাশেমীর তিন পুত্রের মধ্যে সিকান্দার আবু জাফর জ্যেষ্ঠ্য।[১]

১৯১৯ সালের ৩১শে মার্চ খুলনা জেলার সাতক্ষীরায় তেঁতুলিয়া গ্রামে সিকান্দার আবু জাফরের জন্ম।[২] সিকান্দার আবু জাফরের মাতার নাম জোবেদা খানম। তার কৈশোর কেটেছে খুলনার তালা গ্রামে। সেখানকার বি ডি উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় থেকেই তিনি তার স্কুল জীবনের অধ্যায়ন শেষ করেন। পরবর্তীকালে তিনি কলকাতার রিপন কলেজ (সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) থেকে শিক্ষালাভ করেন। ছাত্রাবস্থাতেই তিনি কবিতা লিখতে শুরু করেন এবং আমৃত্যু অসংখ্য কবিতা, গান, ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক রচনাসহ অনুবাদকর্মে ব্যাপৃত থেকেছেন।

সিকান্দার আবু জাফর বাংলাদেশের সাহিত্য-সংস্কৃতির বিকাশের ক্ষেত্রে একটি অনন্য সাধারণ নাম এবং সে-কারণেই তাঁকে স্মরণ করতে হয়। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যে-সাহিত্য পরিসর নির্মিত হল এবং

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের অভ্যুদয় পর্যন্ত সময়কালে তার মতো সংগঠক তরুণ তেজি প্রাণের জোয়ারে স্বাধীনতা যুদ্ধের গতি আরও তরান্বিত হল নিঃসন্দেহে। যিনি একাধারে কবি, সংগঠক ও সম্পাদক তিনি কখনো আত্মবিস্মৃত হতে পারেন না। মানুষের কথা, জীবনের কথা এবং আমাদের প্রতি তদনীতল কুচক্রী পাকিস্তানি শাসকদের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ঋণাত্মক আচরণের কথা ভেবে তিনি বাঁধভাঙা বন্যার ন্যায়ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন তীব্র রোষে। যেহেতু তিনি বিভিন্ন সময় পরিসরে লিখেছেন কবিতা, গান, সেই হাত দিয়েই তিনি 'আমাদের সংগ্রাম চলবেই, জনতার সংগ্রাম চলবেই' কিংবা বাংলা ছার মতো কবিতা রচনা করেছিলেন। যে-মানুষের মধ্যে একই সঙ্গে বাস করে, কবি, নাট্যকার, গীতিকার, ঔপন্যাসিক, ছোট গল্পকার ও অনুবাদক সত্তা তিনি কখনোই নিস্ক্রিয় হতে পারেন না। পরবর্তী সময় তাঁকে 'সমকাল' পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে প্রখ্যাত করে।

'সমকাল' সম্পাদনা সিকান্দার আবু জাফরের জীবনের একটি মহত্তম ঘটনা। যদি তিনি 'সমকাল পত্রিকার সম্পাদক না হতেন তা হলে আজকের বাংলাদেশের অনেক গুণী ব্যক্তিত্ব তথা কবি, সাহিত্যিক, শিল্পীদের মনোবিকাশের স্রোত অন্যদিকে অন্যভাবে প্রবাহিত হত। দক্ষ জহুরির মতো লেখা নির্বাচন করা এবং 'সমকালে স্থান পাওয়াটা সেই সময়ের জন্য একটা গৌরবদীপ্ত বিষয় ছিল। অনস্বীকার্য ভাবে বলা যায় যে, পঞ্চাশের দশকের কিংবা ষাটের দশকের খ্যাতিমান লেখকদের বেড়ে ওঠার জন্য তিনি 'সমকাল সম্পাদনা করেছিলেন। একজন মানুষ, একজন কবি - সংগঠক - সম্পাদক সামগ্রিকভাবে একটা জাতির জীবনের ভাবানুভূতিকে নিজের মধ্যে আত্মীকৃত করে অবলীলায় আবার ফিরিয়ে দিতে পারেন, এমন ত্যাগ সিকান্দার আবু জাফরের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য সংযুক্ত। মানুষের পরাজয় আর অপমৃত্যুর যে-বদ্ধ পৃথিবী, যে-পৃথিবীতে বেঁচে থাকার মধ্যে কোনো আনন্দ নেই, বৈচিত্র নেই, যে-পৃথিবী কবরের মতো, সে পৃথিবীতে বেঁচে থাকার অভিজ্ঞতাই সিকান্দার আবু জাফরের কবিতায় বারবার ফিরে আসে।[৩] এবং সেখানেই কবি সিকান্দার আবু জাফরের সমাজের চৌরঙ্গি পেরিয়ে একাকী মানুষ। বিক্ষুব্ধতা, বেদনা, আশাহত জীবনের গতিময়তা তিনি বারবার রচনা করতে চেয়েছেন এবং প্রতিবারই হোঁচট খেয়েছেন। তা হলে কী হবে, সিকান্দার আবু জাফরের প্রাণের গভীরে সবসময়ের জন্য দুর্দান্ত বোহেমিয়ান এক চাঁদসাগর। আর সে জন্যই মনের সচেতনতা নিয়ে অনায়াম ভঙ্গিতে একটি গ্রহণযোগ্য কবিতা রচনা যে সম্ভব, সিকান্দার আবু জাফরের কবিতাই তার প্রমাণ।[৪] বহুভঙ্গিম অভিজ্ঞতা তার চরিত্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত। জীবনকে তিনি কোনো সময়ের জন্যই সংকীর্ণ অর্থে বেছে নেননি এবং শেষ পর্যন্ত তিনি কোনোদিন কোনো ক্লীবতার শিকারও হননি। পরম ঔদার্য তার মধ্যে বহমান ছিল, সত্য-সুন্দর এবং যার মধ্যে তিনি অনাগত ভবিষ্যতের সুন্দর ইঙ্গিত দেখেছেন তাঁকেই তিনি কাছে ডেকে নিয়েছেন একজন প্রাণ সুন্দর সম্পাদক হিসাবে, একজন দরদি প্রাণের কবি হিসাবে। সাহিত্যের বিচিত্রুর অভিঘাতে সিকান্দার আবু জাফরকে চিহ্নিত করার মধ্যে যে-প্রশান্তি তার চাইতে সময় এবং কালের দাবিতে একজন কবি এবং সমকাল-সম্পাদক হিসাবে তিনি আরও গভীর আরও অধিক মহিমান্বিত। কেননা, লেখকরা তাদের মতামত, স্বাতন্ত্র, পরস্পর বিরোধী প্রচেষ্টা নিয়ে স্বচ্ছন্দ, স্বাধীন ও নিঃসংকোচে অবাধ বিচরণ করেছেন সমকালের মুক্তাঙ্গনে। শত মতকে বিকশিত করে তাতে প্রাণরসের যোগান দেয়ার অনন্য কৃতিত্ব সিকান্দার আবু জাফর ও সমকালের।[৫] কবি সিকান্দার আবু জাফর তাঁর জীবনের একটা বড় সময়-পরিসর সাংবাদিকতায় কাটিয়েছেন। কলকাতা থেকে ঢাকায় আসার পরে তিনি দৈনিক সংবাদ ও ইত্তেফাকের সম্পাদকীয় বিভাগে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে কাজ করেছেন। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পরবর্তী সময়ে এবং ১৯৭১ সালের কবিতার মধ্যেও তাঁর মানসিকতার ও কবিতা নির্মাণের ঋজুতা, ভাব ও ভাষার কিছু ভিন্নতা লক্ষিত হয়। তবে সব কবিতা এবং সৃষ্টির মধ্যেই নিরন্তর মানুষের প্রতিষ্ঠা ও অধিকারের কথা দৃঢ়তার সঙ্গে বিবৃত হয়েছে। শুধু সংগ্রামী-উদ্দীপনা সৃষ্টিকারী কবিতায় নয়, সিকান্দার আবু জাফর যেসব কবিতায় সমাজচিত্র রচনা করেছেন, সেসব কবিতায় ও প্রত্যক্ষ উচ্চারণই প্রাধান্য বিস্তার করেছে অর্থাৎ বক্তব্য বিষয় উৎসারিত হয়েছে একেবারেই সাদামাটা নিরাভরণ ভাষায় সরাসরি ভঙ্গিতে।[৬]

সিকান্দার আবু জাফর একজন প্রতিবাদী কবি এবং সময়ের চিত্রকে সুন্দরভাবে তুলে ধরতে পারঙ্গম একজন যথার্থ শিল্পী। দেশবিভাগের পরে অর্থাৎ ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট পাকিস্তান সৃষ্টি হবার পরে তিনি যা আশা করেছিলেন

তা তিনি সমাজের ত্রিসীমানার মধ্যে খুঁজে পাননি এবং ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পরে তিনি যা প্রত্যক্ষ করেছেন তার সবটুকুই কবিকে ব্যথা দিয়েছে, ভাবিত করে তুলেছে। সুকুমার মনোবৃত্তির বিকাশ এবং পরিচর্যা তিনি সমাজের কাছে আশা করেছেন কিন্তু সর্বত্রই তিনি আশাভঙ্গের বেদনাতে নিবিষ্ট হয়েছেন, আবারও গর্জে উঠেছেন, এমনকি আমাদের বহমান রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থাকে তীর্যক দৃষ্টিতে দেখেছেন ও দ্রোহী হয়ে উঠেছেন। সত্যিকার ভাবতে গেলে অবশ্য একথা বলতেই হবে যে, ১৯৪৭ সালের পরবর্তী সময় থেকে আজও পর্যন্ত কালপরিসরে আমাদের যে-রাজনৈতিক এবং সামাজিক আন্দোলন বিচ্যুতি অসাম্য তার সবটুকুতেই জড়িয়ে আছে আমাদের হীনম্মন্যতাও ক্লীবতা। জড়িয়ে আছে আমাদের স্বার্থের অন্ধ বিবেচনা। আর এখানেই আমাদের সাহিত্যকর্ম তথা কবিতা অনেক সময় ক্ষুরধার কিংবা ব্যঙ্গ-বিদ্রæপের আস্তরণে প্রলেপ দেওয়া। অর্থাৎ আমি আরও স্পষ্ট করে বলতে চাই যে, আমাদের কবিতায় যে সমাজচেতনা সে সমাজচেতনা রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক উত্থান-পতনকেন্দ্রিক। রাজনৈতিক স্লোগান তথা পটপরিবর্তনের কারণে সুদীর্ঘ সময়ে (পাকিস্তান এবং বাংলাদেশেও) কাব্যসাহিত্য খুবই জরুরি ভাবে বিভিন্ন আদল পরিবর্তন করেছে এবং কবিশিল্পীদের আঁকিবুকিতে ভাস্বরিত হয়েছে।

সময় এবং কালকে যেহেতু কেউ অস্বীকার করতে পারে না, পারেন না একজন মননশীল ব্যক্তিও। আর এখানেই সিকান্দার আবু জাফরের আবেদন ও অবদান অনস্বীকার্য। চল্লিশের দশক থেকে শুরু করে তার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত মধ্যবিত্ত বাঙালিসমাজের যে-চিত্র ও বিবর্তন সেটিই হচ্ছে তাঁর কাব্যভাষা ও সাহিত্য। মানুষের প্রতি গভীর মমত্ববোধই তাঁকে বাক্সময় এবং উচ্চকিত করে তুলেছে। তিনি কখনোই কোনো হীনম্মন্যতাতে ভুগতেন না, আর যার জন্য তিনি ছিলেন সচল-সঞ্চরমাণ এক জীবন্ত পথিক। সাহিত্য-সংস্কৃতির বাস্তব ও আধুনিক রূপকার, প্রগতিশীলতার অগ্রনায়ক। বোহিমিয়ান গতিময়তার এক চক্ষুস্মান স্বাক্ষর ছিলেন তিনি ও তাঁর সাহিত্য-কবিতা।

সিকান্দার আবু জাফরের কাব্যগ্রন্থসমূহকে দুটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে-

১. স্বাধীনতা-পূর্ববর্তী কবিতায় সমাজচেতনা।
২.স্বাধীনতা-পরবর্তী কবিতায় সমাজচেতনা।

বর্তমান প্রবন্ধে আমার আলোচনার বিষয় স্বাধীনতা - পূর্ববর্তী কবিতায় সমাজচেতনা। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী বলতে আমরা বুঝি, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হবার আগে পর্যন্ত তাঁর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ এবং কবিতাতে সমাজচেতনা কতটুকু আছে এবং কোন কবিতাতে সমাজচৈতন্য বিবৃত হয়েছে তা নির্ণয় করা। স্বাধীনতা - পূর্বকালেই কবি সিকান্দার আবু জাফরের পাঁচটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় :

১. প্রসন্ন প্রহর (১৯৬৫)
২. তিমিরান্তিক (১৯৬৫)
৩. বৈরী বৃষ্টিতে (১৯৬৫)
৪. কবিতা ১৩৭২ (১৯৬৮)
৫. কবিতা ১৩৭৪ (১৯৭১)

'প্রসন্ন প্রহর' কাব্যগ্রন্থে ২৯টি কবিতা স্থান পেয়েছে, ১৯৬৫ সালে কাব্যগ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত। প্রসন্ন প্রহর' কাব্যগ্রন্থের প্রসঙ্গকথা'তে তিনি বলেছেন, "আমি লিখি অনায়াসে। যেমন সকলেরই ক্ষেত্রে, জীবনের আশেপাশে অসংখ্য সুলভ-দুর্লভ মুহূর্ত নানারূপে অনাদৃত হয়েছে আমার সামনে। আমি কোনো কোনো সময়ে সেই সব মুহূর্তের লিপিবদ্ধ করেছি সত্য-বিচ্যুতি না ঘটিয়ে। সেই আমার কবিতা। মুহূর্তের রৌদ্রে উদ্ভাসিত হয়েছি, মুহূর্তের বৃষ্টিতে সিক্ত হয়েছি, মুহুর্তের অন্ধকারে বিভ্রান্ত হয়েছি, মুহূর্তের গোধূলি আলো ছায়ায় রোমাঞ্চিত হয়েছি এবং সেই আমার কবিতা। সব মুহূর্তেই সোজাপথে হেঁটে আমার কাছে আসেনি।" প্রসন্ন প্রহর' কাব্যগ্রন্থের অন্যত্র তিনি বলেছেন, "কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমি মাটিতে শিকড় মেলে দাঁড়ানোর চেষ্টাতেই বেশি ভরসা পাই। সমাজের একজন মানুষ হিসেবে সেই সমাজের আর দশজনের সঙ্গে কথা বলতেই আমার বেশি আনন্দ।" এই প্রসঙ্গ দুটির অবতারণার মধ্যেই আমরা সিকান্দার আবু জাফরের মনন ও আদর্শের বিচিত্র ইঙ্গিত লক্ষ করতে পারি। তিনি সমাজের আর দশজন মানুষের মতো বাঁচতে চান,

দাঁড়াতে চান এবং কথা বলতে চান এবং এই অধিকার নিয়েই তিনি কবিতাচর্চা করেছেন, যার জন্য সমাজচেতনা সিকান্দার আবু জাফরের কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য; কিন্তু প্রেমভাবনাও তার কবিতায় অনেক স্থান জুড়ে আছে এবং সেগুলোর সাফল্যও গণ্য করার মতো।[৭]

সিকান্দার আবু জাফর সব সময়ের জন্যই সমাজ এবং সাধারণ মানুষের কথা ভেবেছেন এবং সেই মানুষের অবমাননা যখনই তিনি দেখেছেন তখনই তিনি তার প্রতিবাদ করেছেন। যেমন-

"মৃত্যুরুদ্ধ পৃথিবীর পথে পথে
আলেয়ার হাসি ছড়ায় আজিকে প্রেত
অসম্মানের বীতংস ধৃত সুন্দর কল্যাণ
সত্যের খুনে নিষিক্ত ধরতল।"[৮]

আবার,

"ধ্বংসের রাহু পেয়েছে রাজ্যভার।
বিশ্ব মানবতার
দিক-দিগন্তে একি ক্ষমাহীন অকুণ্ঠ ব্যভিচার?"[৯]

এখানেও আমরা কবিকে মানবতার অবমাননার জন্য ব্যথিত হতে দেখছি, এবং অতি আশ্চর্য হয়ে ভাবছেন, এমন হীন অবস্থা কি মানুষের হতে পারে?

গভীর শ্লেষবোধ এই কবিতাংশে বিস্তৃত। মানুষের প্রতি এবং সমাজের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন তিনি গভীর উৎকণ্ঠার মধ্য দিয়ে।

প্রবল আশাবাদে কবি আচ্ছন্ন হয়েছেন এবং স্বপ্ন দেখেছেন মানুষের এমন হীনতর বেদনাহত দিন থাকবে না, সুন্দর-সুকুমার সুপ্রভাত অবশ্যই আসবে।

"সকল পাপের শেষ হবে সমারোহে
অবমণ্ডা ঋণমুক্ত হবে অপমানে,
নিশান্তের স্বপ্ন আঁকা সুবর্ণ সম্মোহে
নূতন দিনের সূর্য সম্ভাষণ আনে।"[১০]

পৃথিবীকে সুন্দর করে দেখতে চেয়েছেন কবি, নতুনভাবে বাঁচতে চেয়েছেন, স্বপ্ন দেখতে চেয়েছেন, অবারিত আলোর অভিসারে কবি যেতে চান, এবং তখনই নতুন প্রভাতের প্রত্যাশাতে কবিকে সোচ্চার হতে দেখি।

"যে প্রাণ পড়েছে নুয়ে জরাজীর্ণ পিঞ্জরের
আবর্জনাস্তূপে
নতুন প্রাণের ঘ্রাণে তাকে তুমি আবার
জাগাও,
আমার সত্তাকে তুমি বাধমুক্ত আলোকের।
দেশে নিয়ে যাও।"[১১]

এবং সেইজন্যই-

"অকম্পিত আমার এ হাতে রাখো।
পূর্বাশার প্রভাদীপ্ত হাত
হে প্রভাত! নতুন প্রভাত।"[১২]

কবি সান্ত¡না খুঁজে বাঁচতে চেয়েছেন এখানেই তার সার্থকতা, নতুন প্রভাতের বর্ণময় প্রভাদীপ্তি কিরণে সবকিছুকে সুন্দরভাবে পেতে চেয়েছেন। উচ্চারণের তীব্রতায় আশাবেদনার অকুতভয় প্রকাশে তিনি সবসময় কুণ্ঠাহীন। ব্যাপকতম নিপীড়িত মানুষের মুখচ্ছবি তার সামনে ভেসে উঠেছে নিরন্তর, আর এ-কারণেই তিনি বীতভয়, সামনে এগিয়ে যাবার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন।

"বিত্তহীনের যে অস্থি আজ
হয়েছে দাবার ঘুঁটি
নামবে সেকাল সংহার হয়ে
বজ্র বাঁধন টুটি।"[১৩]

আর এখানেই কবির প্রশান্তি। কবি সুদূরের উপান্তে উপনীত হতে চান মানুষের হাত ধরে, মানুষের মাঝে থেকেই। আর সেই 'প্রসন্ন প্রহরে'র অপেক্ষাই কবিজীবনের আরাধনা।

কবি সিকান্দার আবু জাফরের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থের নাম 'তিমিরান্তিক'। একাব্য গ্রন্থটিও ১৯৬৫ সালে প্রকাশিত। সর্বমোট ৩৪টি কবিতা এ গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।

যে-সকল কবিতা এ গ্রন্থে স্থান পেয়েছে তার মধ্যে সমাজচেতনামূলক কবিতা নির্ধারণ ও বিশ্লেষণই আমার লক্ষ্য।

"অন্ধকার ফাটলের লক্ষ লক্ষ মুখে
অজ্ঞাত বীজের বুকে প্রভাতের জেগেছে অঙ্কুর
প্রদীপ্ত মধ্যাহ্ন সূর্য নহে বেশি দূর।"[১৪]

এই কবিতাংশে আমরা বুঝতে পারি যে, অত্যাচারীর দিন প্রায় শেষ হয়ে আসছে, এবারে সাধারণ মানুষ, বঞ্চিত ও নতুন সমাজ অল্প দিনের মধ্যে আবির্ভূত হবে। সিকান্দার আবু জাফর আশাবাদের কবি, জাগরণের কবি, ভাগ্যহত মানুষের কবি। তবুও তিনি যে-সমাজে বাস করেন সে-সমাজকে তিনি মৃত একটি কবরের সঙ্গে তুলনা করেছেন। এমনকি সঙ্গে সঙ্গে তিনি এও বলেছেন যে, অবশ্যই এর পরিবর্তন হবে এবং মানুষের মঙ্গলসাধন হবে এখানেই এই কবরে। যখন তিনি বলেন-

"কোনো একদিন-
এ কবরখানা বিস্ফোরণে গুঁড়ো হবে লীন হবে
সুবিশাল একটি কবরে,
মানুষের অকল্যাণ লাশ হবে
সেদিন সেখানে।"[১৫]

'নিস্কর্ষ' কবিতাটিতে কবি সাধারণ মানুষের সাথে একাত্ম হওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। প্রতিবাদ এবং প্রতিশাোধের আগুন জ্বলে উঠেছে তার বুকে। কবি বিশ্বাস করেন যে, সাধারণ মানুষের রক্ত ও অস্থি বেদনাতে শ্রেণীবিশেষ পুষ্ট হচ্ছে, সংগ্রামে জনতার প্রতিরোধ এবং প্রতিশোধের মধ্য দিয়েই একদিন দীর্ণ প্রাচীন প্রাসাদ ভেঙে পড়বে এবং পৃথিবী শান্তিতে ভরে যাবে।

"শক্ত হলেই তবে ভাঙবে
আমাদের দিনগুলি রক্তিম চৈত্রে
তখন নতুন করে রাঙবে।"[১৬]

এও জানেন যে, শুভদিন অবশ্যই আসবে, কোনোদিন কবি আশাগ্রস্ততাতে নিমজ্জিত নন; তাই তাকে বলতে শুনি-

"হিসাব নেবার দিন এখনো আসেনি,
তাই আরো সহ্য করে যাবো;

কারণ নিশ্চিত জানি একদিন।
সহ্যের সীমানা
অতিক্রান্ত হবে।"[১৭]

সহ্যের সীমানা অতিক্রান্ত হয়ে সুন্দর ভবিষ্যতের সোনালি সকাল আসবে সে প্রত্যাশায় প্রত্যয়দীপ্ত কবিপ্রাণ। কবি আরও আশা করেন জীবনের সজীবতার মধ্যেই বেঁচে থাকে প্রকৃত প্রাণের হিল্লোল, যে একদিন ছন্দিত হয়ে স্বপ্নের মধ্য থেকে বাস্তব জীবনের স্পর্শে বর্ণে গন্ধে মঞ্জরিত হবেই।

কোনো সংগ্রামই ব্যর্থ হয়ে যায় না, মানুষের জন্য, বিশেষত মানুষের প্রতি প্রেমই কবি সিকান্দার আবু জাফরকে স্বপ্ন দেখায়, কথা বলায়।

'বৈরী বৃষ্টিতে' কবি সিকান্দার আবু জাফরের তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ। এ-কাব্যগ্রন্থটিও আগের দুটি কাব্যগ্রন্থের মতো ১৯৬৫ সালেই প্রকাশিত হয় এবং এতে সর্বমোট ৩৬টি কবিতা সংকলিত হয়। সমাজচেতনা এবং ব্যক্তি-চৈতন্যের উপলব্ধি এ-কাব্যে কিছুটা জটিলতর হয়েছে। কবি সর্বদা সমাজের সর্বস্তরে আনন্দ এবং সুস্থ জীবনবাোধের বিকাশ দেখতে চেয়েছেন কিন্তু বিভিন্নভাবে তিনি প্রতারিত হয়েছেন বিষাক্ত পরিবেশের প্রভাবে।

"আমি চক্ষুষ্মান,
আমি জানি এই পৃথিবীকে
মুক্ত চোখে দেখার লাঞ্ছনা।"[১৮]

সমাজের মানুষের কাছে প্রতারিত ও প্রবঞ্চিত হয়ে ব্যথাদীর্ণ বুকে তিনি এই ছবি এঁকেছেন। পিতা অন্ধ এবং পুত্র চক্ষুষ্মান, কিন্তু কী করবে, সমাজের কাছে সে অপাঙ্ক্তেয় ও বিচ্ছিন্ন।

এমনতর অসংখ্য বেদনাঘন চিত্র আঁকতে দেখি কবিকে। প্রতিদিনই আমাদের সমাজের সর্বস্তরে কত ঘটনা ঘটছে যা দেখে কবি বিব্রত বোধ করেন।

"আঁধারের পথে নামছে অনেক ঘুম,
মামণি আমার, এখন তুমি ঘুমাও।
জেগে থাকলেই
সেই ত অশেষ ক্ষুধা।
মৃত্যু সজাগ জীবনের যন্ত্রণা;
তার চেয়ে আর জেগে কাজ নেই
এখন তুমি ঘুমাও।"[১৯]

উপরোক্ত স্তবকের সঙ্গে গ্রামবাংলার তথা নিপিড়ীত মানুষ প্রাত্যহিক জীবনে জড়িত। এমন বেদনাঘন ছবি সিকান্দার আবু জাফর একেঁছেন এবং মধ্যবিত্ত তথা মধ্যবিত্ত সমাজের একজন মাতার মধ্য দিয়ে আমাদের দীর্ণ-জীর্ণ সমাজের কথা বোঝাতে চেয়েছেন। কবিতাটিতে যে-অসম্ভব বাস্তব চিত্র চিত্রিত হয়েছে তা আমাদের মনকে অনায়াসেই নাড়া দেয়। এমন দারিদ্র্যপিড়ীত ছবি আমাদের সমাজেরই ছবি। এত কিছুর মধ্যেও আমরা কবিকে দেখি সবল হতে, সুন্দর প্রত্যাশা নিয়ে তিনি বাঁচতে চান।

"আমি ত বুনেছি দিনরাত্রির পঙ্কে
হাজার হাজার স্বপ্ন...
সব মানুষের প্রাণ রিক্তের অংশ।
ভাগ করে দিয়ে বাঁচার মধুর স্বপ্ন।
সেই বীজ বোনা আনবেই তবে
নতুন ফসল পৃথিবীর কালো বক্ষে

অচেনা সুদূর কোন এক নববর্ষে।"[২০]

আলোচিত কাব্যগ্রন্থের কবিতাসমূহে এভাবেই আমরা কবিকে দুর্মর স্বপ্নের মধ্য দিয়ে দুর্বার হতে দেখছি এবং সমাজ-পরিবর্তনের কাঙ্ক্ষিত বক্তব্য বিবৃত করতে দেখছি।

'কবিতা ১৩৭২' কাব্যগ্রন্থে ৩২টি কবিতা ছাপা হয়েছে। কাব্যগ্রন্থটি ইংরেজি ১৯৬৮ সালে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থভুক্ত যে-সমস্ত কবিতা আছে তার মধ্যে কয়েকটি বিখ্যাত কবিতা স্থান পেয়েছে। কিন্তু একজন কবি এবং শিল্পী কখনো একরৈখিক বৃত্তে সীমাবদ্ধ। সংসারের বিড়ম্বনা-স্বার্থপরতা ইত্যাদি কারণেই তাকে হতে হয় দুর্দমনীয়-দুর্বাসা। তাঁর মুখে উচ্চারিত হয়-

"লোলুপ অগ্নি লকলকে জিভে চোখে
নিরীহ ছায়ার আস্বাদ নিলো মেখে।
দেখলাম চোখ বুঝলাম শুধু
অসহ্য বেদনায়
আমি নিরুপায় একান্ত অসহায়।"[২১]

কবি সবসময়ের জন্যই দূরদ্রষ্টা। বিশেষত একজন যথার্থ কবি সব দেশে এবং সব কালের জন্যই জাতীয় সম্পদ। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার আগেই সিকান্দার আবু জাফর বুঝতে পেরেছিলেন হয়তোবা, নচেৎ এমন সুন্দর ও সত্য কথা তিনি অনুভব করলেন কী করে? যে-আত্মস্থতা থাকলে অনাগত ভবিষ্যতের সিঁড়ি নির্মাণ করা যায়; তেমনই এক উচ্চকিত আহ্বান -

"জনতার সংগ্রাম চলবেই
আমাদের সংগ্রাম চলবেই।

চলবেই চলবেই
আমাদের সংগ্রাম চলবেই।
দিয়েছি ত শান্তি, আরও দেবো স্বস্তি
দিয়েছি ত সম্ভ্রম আরও দেবো অস্থি
প্রয়োজন হলে দেবো এক নদী রক্ত।

মৃত্যুর ভৎর্সনা আমরা তো অহরহ শুনছি
আঁধার গোরার ক্ষেতে তবুও ভাগের বীজ বুনছি।[২২]

আমাদের বুঝতে একটুও বাকি থাকবে না, যে-জগদ্দল পাথরে চাপা ছিল আমাদের অধিকার মান-সম্মান স্বাধীনতা সেই প্রাচীর প্রাকার ভেদ করে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে এবং সত্য-সুন্দর জয় করে আনতে হবে। বাঙালি এক নদী রক্তের বিনিময়েই তার স্বাধীনতা অর্জন করেছে। স্বপ্নদ্রষ্টা কবির সামাজিক বাস্তবতাবোধ এবং দূরদর্শিতা এখানেই ভাস্বরিত হয়ে ফুটে উঠেছে।

কবি বাঁচতে চান, বহুরূপময় ক্ষেত্রে তিনি নিজেকে অনুসন্ধান করেন। যে-বেদনা এবং যে-সমাজব্যবস্থা তিনি প্রবর্তন করতে চান সে-সমাজ চৈতন্যের মধ্যেই তিনি স্বপ্ন ভেঙে জেগে উঠতে চান। যারা কাল হতে কালান্তরে মানুষের কথা, শান্তি এবং পরিবর্তনের কথা বলেছেন তিনি তাদের মধ্যেই নিজেকে নিয়ে বাঁচতে চেয়েছেন। আর এমনতরো বহুমাত্রিক মহাপ্রাণ চিরকাল যুগ ও সমাজের প্রয়োজনে এসেছেন এবং মহাপ্রয়াণে প্রস্থান করেছেন। তাই কবিকে সেকথা বলতে শুনি-

"তবু আমি অন্য মনে কখনো সহসা

মূর্ছার মতো স্বপ্ন ভেঙে
জেগে উঠি;
অভ্যাসের সহজ সংকেতে
নিজেকে সন্ধান করি
সময়ের নিথর খামারে
মানুষের অস্থিতে কঙ্কালে
বাঁচার ভরসা খুঁজে ইতিহাস খামচাই
তৃষ্ণার বিকারে।"[২৩]

'কবিতা ১৩৭৪' কাব্যগ্রন্থটিতে বিভিন্ন বিষয়ক কবিতার পাশাপাশি প্রেমের কবিতার আধিক্য চোখে পড়ে বেশি। কবি সিকান্দার আবু জাফর সবসময়ের জন্যই আশাবাদী কবি। কোনো কাজেই তিনি খেই হারিয়ে ফেলেননি, জীবনের নিত্যনতুন দোদুল দোলায় যেখানে মানবচিত্ত ও সমাজ আন্দোলিত সেখানেও তিনি বিমুক্ত আলোর প্রত্যাশী-

"তবু হাতড়াই মেঘের কক্ষ।
সাগর তলের অন্ধকার
একটি মাত্র শব্দের খোঁজে নিদ্রাহীন,
যার নির্ভয় মরণ মন্ত্রে কণ্ঠ সেধে।
আঁকতে পারবো আকাশে যেখানে
মুক্ত আলোর উত্তরী
শিকারী বাজের চঞ্চুর মতো তীক্ষ্ণ ধার
একটি দীর্ঘ আর্তনাদ।"[২৪]

সিকান্দার আবু জাফরের 'কবিতা ১৩৭৪' কাব্যগ্রন্থে সমাজচৈতন্যের আলোকে আর-কোনো কবিতা আছে বলে আমি মনে করি না। তবে সমস্ত কবিতাগুলিই সুখপাঠ্য।

সর্বোপরি জীবন ও সমাজ সংশ্লিষ্ট বোধই সিকান্দার আবু জাফরকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তাঁর কবিতার মন-মর্জি আমাদের জীবনবোধের রূপায়ন। আন্তরিক ভাবনার বিশালত্বে তিনি স্বাধীনতা পূর্ববর্তী কবিতাতে নিজেকে আবিস্কার করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন নতুন পথের সংলগ্নতা কতটা বহুমুখীন হতে পারে কবিতায়। সিকান্দার আবু জাফর সমকালিন কবিদের মধ্যে বিশিষ্ট কবি জীবনের রুদ্ধ পথকে তিনি অবমুক্ত করেছেন। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী কাব্যগ্রন্থগুলোর কবিতার মাধ্যমে। তাঁর কবিতায় দেশমাতৃকার রূপ চ,ড়ান্ত রূপে ফুটে উঠেছে। দেখিয়েছেন মুক্তির পথ।

তথ্যসূত্র :

১. সিদ্দিকা, মাহবুবা, সিকান্দার আবু জাফর জীবন ও নাট্যকার, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ৮
২. তদেব, পৃ. ৮
৩. ইসলাম, রফিকুল, আধুনিক কবিতা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ৪৩
৪. দৈনিক ইত্তেফাক সাহিত্য সাময়িকী, মুহম্মদ নূরুল হুদা-সিকান্দার আবু জাফরের প্রাসঙ্গিকতা, ঢাকা, বৃহস্পতিবার, ১৬ই চৈত্র, ১৩৯৫
৫. দৈনিক ইত্তেফাক, সাহিত্য সাময়িকী, নাসিম আহমেদ, সিকান্দার আবু জাফর ও সমকাল, ঢাকা, বৃহস্পতিবার, ৪ঠা ভাদ্র ১৪০০।
৬. মাহফুজউল্লাহ, মোহাম্মদ, উত্তরাধিকার, শহীদ দিবস সংখ্যা-১৭৪, পঁচিশ বছরের কবিতা, পৃ. ১৯৯
৭. সাঈদ-উর-রহমান, পূর্ববাংলার রাজনীতি, সংস্কৃতি ও কবিতা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৩ পৃ.২০৭
৮. সিকান্দার, আবু জাফর, 'প্রসন্ন প্রহর', 'ফাল্গুন ২৩ গান পৃ. ২
৯. সিকান্দার, আবু জাফর, 'প্রসন্ন প্রহর', 'ফাল্গুন হও গান' পৃ. ২
১০. সিকান্দার, আবু জাফর, 'প্রসন্ন প্রহর', এ-দিনের পাখা' পৃ. ৭

১১. সিকান্দার, আবু জাফর, 'প্রসন্ন প্রহর', 'প্রভাত' পৃ. ২১
১২. সিকান্দার, আবু জাফর, 'প্রসন্ন প্রহর', প্রভাত', পৃ. ২১
১৩. সিকান্দার, আবু জাফর, 'প্রসন্ন প্রহর', প্রভাত', পৃ. ২৩
১৪. সিকান্দার, আবু জাফর, 'তিমিরান্তিক', 'নবাঙ্কুর' পৃ. ৭
১৫. সিকান্দার, আবু জাফর, 'তিমিরান্তিক', ১৩৫৯ পৃ. ৪১
১৬. সিকান্দার, আবু জাফর, 'তিমিরান্তিক', নিকর্ষ' পৃ.৪২
১৭. সিকান্দার, আবু জাফর, 'তিমিরান্তিক', তেরশ ষাট', পৃ. ৪৭
১৮. সিকান্দার, আবু জাফর, 'বৈরী বৃষ্টিতে', ঈদের চিঠি, পৃ. ৭
১৯. সিকান্দার, আবু জাফর, 'বৈরী বৃষ্টিতে', এখন তুমি ঘুমাও পৃ. ৪
২০. সিকান্দার, আবু জাফর, 'বৈরী বৃষ্টিতে', সোনার স্বপ্নের বীজ' পৃ. ২৬
২১. সিকান্দার, আবু জাফর, কবিতা ১৩৭২, আমি অসহায়' পৃ. ২৬
২২. সিকান্দার, আবু জাফর, কবিতা ১৩৭২, সংগ্রাম চলবেই' পৃ. ১৭-১৯
২৩. সিকান্দার, আবু জাফর, কবিতা ১৩৭২, 'চেতনার উৎস' পৃ. ৫১-৫২
২৪. সিকান্দার, আবু জাফর, কবিতা ১৩৭৪, 'একটি আর্তনাদের জন্যে', পৃ. ৩৫